‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ অনলাইনে বিক্রি হবে কোরবানির পশু

মহামারি করোনা সংক্রমণরোধে এবার কুষ্টিয়ায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহার কোরবানির পশু অনলাইনে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন জেলা প্রশাসন। এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর যৌথ ভাবে একটি অনলাইন প্লাটফর্মও গড়ে তুলেছেন। স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে, পশু কিনি অনলাইন হাটে স্লোগান নিয়ে ‘কুষ্টিয়া জেলার কোরবানির হাট’ নামে এই প্লাটফর্মে ক্রেতা- বিক্রেতা তাদের পশু কেনাবেচা করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন,
সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় আসন্ন কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া কর্তৃক ‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ নামে একটি অনলাইনভিত্তিক প্লাটফর্ম চালু হয়েছে যেখানে কৃষক, খামারি এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই অনলাইনের মাধ্যমে সকল ধরনের কোরবানির পশু যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াসহ অন্যান্য পশু কোরবানীর ঈদ উপলক্ষ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন।

কুষ্টিয়ার স্থানী সরকারের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে জানান, খামারী এবং পশু মালিকদের ‘কুষ্টিয়া পশু হাট’ ওয়েব পেজে গরুর ছবি তথ্য আপলোড করে অথবা স্থানীয় ইউডিসিতে গিয়ে সহযোগিতা নিতে পারেন। তথ্য আপলোডের ক্ষেত্রে খামারির নাম, খামারির মোবাইল নম্বর, খামারির পূর্ণ ঠিকানা, পশুর সম্ভাব্য ওজন, পশুর সম্ভাব্য মূল্য, পশুর দাঁত সংখ্যা এবং পশুর ছবি/ ছোট ভিডিও তথ্য দিতে হবে।

অনলাইনে কোরবানির পশু ক্রয়ের জন্য ভিজিট করুন https://kushtiaposhuhat.com/ “কুষ্টিয়া পশু হাট” ফেসবুক পেজে অথবা ক্লিক করুন নিম্নোক্ত লিংকে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১৮ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সাথে গত ২৪ ঘন্টায় ১৭৬ জন নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

শনিবার (১০ জুলাই) সকালে কুষ্টিয়া জেনালের হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ড. আবদুল মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, শুক্রবার (৯ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে শনিবার (১০ জুলাই) সকাল ৮টা পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ১৫ জনের করোনা পজিটিভ ও ৩ জনের করোনা উপসর্গ ছিলো।

তিনি জানান, হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৯২ জন ও উপসর্গ নিয়ে ১০০ জন ভর্তি আছেন। এছাড়া, জেলার ৫টি উপজেলায় আরও ১০০ রোগী ভর্তি আছেন।

এদিকে, পিসিআর ল্যাব ও জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৫৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৭৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ২৯.৮৮ শতাংশ।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৩২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে গত ১১ দিনে মারা গেছেন ১২০ জন। জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০ হাজার ৬০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন বলেন, ২৫০ শয্যার করোনা ডেডিকেটেড এই হাসপাতালটিতে এখন শয্যার চেয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি।

তবে শয্যা, নার্স, আয়া ও সুইপারের অভাব রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, হাসপাতালটিকে ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণার পর থেকে রোগীর চাপ বাড়তেই আছে। প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল কম। এ জন্য চিকিৎসক, নার্স, আয়াসহ সংশ্লিষ্ট সবাই চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে। প্রতিদিনই শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালেও রোগীর চাপ বাড়ছে। এভাবে বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি

সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

ভেড়ামারায় ৫ মাদক সেবীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫ মাদকসেবীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করেছে।

শুক্রবার রাতে ভেড়ামারা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে
তাদেরকে মাদক সেবন করা অবস্থায় গ্রেপ্তার করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ।

শনিবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করলে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করে ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউএনও) দীনেশ সরকার।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলো ভেড়ামারা উপজেলার
ধরমপুর ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া গ্রামের মোঃ মাজেদুল ইসলাম (৩৫), মোঃ মিলন (৩২), মোঃ জনি (২৮), মোঃ রাসেল (২৬), ও মোঃ রাজিব হোসেন (২১)।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ইউএনও) দীনেশ সরকার জানান, মাদক সেবন করা অবস্থায় আটককৃতরা বিভিন্ন সময় মাদক সেবন করে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করে। আটককৃত মোঃ মাজেদুল ইসলাম কে ৬ মাসের কারাদন্ড এবং অন্যান্য আসামিদের প্রত্যেককে ৩ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ( ভেড়ামারা সার্কেল) মোঃ ইয়াছির আরাফাত জানান, রাতে ভেড়ামারা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। ৫ জনকে মাদক সেবন করা অবস্থায় গ্রেপ্তার করে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়।

মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকেই ছাড় দেয়া হবে না। মাদকবিরোধী এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহে ১৫’শ শ্রমিক দিনমজুরের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহে করোনার কারণে কর্মহীন শ্রমিক দিনমজুর ১৫’শ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে শহরের বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে ১০ কেজি করে চাল ও নগদ ৩’শত করে টাকা বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান। এসময় ঝিনাইদহ পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সেলিম রেজা,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম শাহীন, জেলা তথ্য অফিসার আবুবকর সিদ্দিক, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি আব্দুল্লাহ আল মামুন ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রাশীদুর রহমান রাসেল উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান বলেন, ঝিনাইদহে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু হার বাড়ছে। এই সংকট মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন সর্বদা মাঠে রয়েছে। আমাদের সচেতনতার বিকল্প নেই। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। খাদ্যের কোন ঘাটতি নেই। কেউ খাদ্য কষ্টে থাকবে না। মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, কেউ খাদ্যের সংকটে পড়লে ৩৩৩ নাম্বারে ফোন করলে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বাড়ি পৌছে যাবে।

ঝিনাইদহে করোনায় উপসর্গ নিয়ে ৫ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহে কৃষকলীগ, বিএনপি ও জাতায়াতের তিন নেতাসহ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১০ জন। এছাড়া উপসর্গ নিয়ে আরো ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শরিবার দুপুর পর্যন্ত এই ফলাফল হাতে পেয়েছে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন অফিস। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছে ৩১ জন। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জামায়াতের জেলা সেক্রেটারি নুর মোহাম্মদ ও আদর্শপাড়া ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাবেক ফুটবলার সেরেগুল ইসলাম শনিবার ভোরে মারা যান। দুপুরে করোনায় মৃত্যু বরণ করেন মহেশপুর উপজেলা কৃষকলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ চাঁদ আলী। গান্না ইউনিয়নের কাশিমনগর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে মনিরুল ইসলাম মাসুম করোনা উপসর্গ নিয়ে শুক্রবার বিকালে মারা যান। মৃত্যুর পর ভয়ে কেও তার লাশ সৎকার করতে যাচ্ছিল না। মৃত্যুর ৪ ঘন্টা পর ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালকের পরামর্শ মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাসুমের লাশ দাফন করা হয়। ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়। জেলার অন্যান্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মারা গেছেন ৬ জন। সিভিল সার্জন জানান, চিকিৎসাধীন অবস্থায় উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরও ৫ জন। এদিকে ঝিনাইদহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক আব্দুল হামিদ খান জানান, শনিবার পর্যন্ত তারা ১২৮ জনের লাশ দাফন করেছে। প্রতিদিন ৬/৫ করে লাশ দাফন করতে করতে তাদের কর্মীরা অনেকটা হাফিয়ে উঠেছে। দিন রাত খবর পেলেই শহর থেকে গ্রামে ছুটে যাচ্ছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লাশ দাফন কমিটির সদস্যরা। অথচ তাদের যাতায়াতের জন্য গাড়ি নেই। নেই সরকারী বরাদ্দ। ফলে মানবিক দিক বিবেচনা করে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে লাশ দাফন কমিটি গঠনের দাবী উঠেছে।

মেহেরপুরে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত

মেহেরপুরে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত সর্বাত্বক লকডাউন কার্যকর করতে কঠোর লকডাউন এর ১০ ম দিনেও সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।পুলিশ এবং সেনাবাহিনী প্রশাসনের নির্দেশনায় প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও এলাকায় টহল দিচ্ছে।

শনিবার দুপুরের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যশোর সেনানিবাস ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির ক্যাপ্টেন এম এম রওশনের নেতৃত্বে কোট এলাকা থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক গুলোতে ব্যাপক সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়।
এসময় অযথা যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছিলেন তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অযাথা বাইরে না আসার জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের সচেতনতা মূলক প্রচারণা

মেহেরপুরের মানুষের মাস্ক পরার অভ্যেস এবং করোনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে মেহেরপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম ও প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে মেহেরপুর পুলিশ।
আজ সকাল দশটা থেকে মেহেরপুর পুলিশের একটি দল মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার মোড় এবং পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালান। অযাথা ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। একইসাথে সকলকে মাস্ক ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে পিকাপের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

মেহেরপুর ব্র্যাক অফিসের সামনে পিকাপ ভ্যানের ধাক্কায় শরিফুল ইসলাম (৫৫) নামের এক বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। আজ (১০জুলাই) শনিবার সকাল ১০ টার সময় এ ঘটনা ঘটে। শরিফুল ইসলাম পিরোজপুর গ্রামের মৃত সাহাবুদ্দিনের ছেলে। তিনি আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানীর মেহেরপুর ডিপোতে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন।
স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, শরিফুল ইসলাম মেহেরপুর থেকে একটি বাইসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় যশোর থেকে আসা ডাব ভর্তি দ্রতগতির একটি পিকাপ ভ্যান বাইসাইকেল আরোহী শরিফুলকে ধাক্কা দিলে গুরুতর জখম হয় শরিফুল ইসলাম। পিকাপের চালক নিজেই আহত শরিফুল ইসলামকে একটি অটোরিক্সায় করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে পৌছনোর সাথে সাথে শরিফুলের মৃত্যু হয়। এসময় পিকাপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছের সাথে ধাক্কা দিলে পিকাপের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়।
শরিফুল ইসলামের লাশ হাসপাতালের বারান্দায় রেখে কৌশলে পালিয়ে যায় পিকাপ চালক। মুত্যু ব্যাক্তির সাথে কাউকে না পেয়ে হাসপাতালের অন্যান্য লোকজন অনেক পরে সংবাদ দেয় স্বজনদের। সংবাদ পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন শরিফুল ইসলামের স্বজনরা । স্থানীয়রা বিষয়টি পুলিশে খবর দিলে পিকাপটি হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।
হাসপাতালের আরএমও ডাক্তার মকলেচুর রহমান বলেন, হাসপাতালের সামনে একব্যাক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বিভিন্ন ভাবে খোঁজ করা হলে তার স্বজনরা এসে শরিফুলের পরিচয় নিশ্চিত করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহাদারা বলেন, পিকাপভ্যানের ধাক্কায় মারা যাওয়া শরিফুল ইসলামের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারকে দেয়া হবে। পিকাপ টি আটক রয়েছে,পিকাপ চালককেও আটকের চেষ্টা চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় শুক্রবার ভোররাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও ছয় জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। যে ৬ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, জেলা শহরের কেদারগঞ্জ সিএ্যান্ডবিপাড়ার আইতুল মলের স্ত্রী আনজু খাতুন। ৪০ বছর বয়সী আলতু খাতুনকে ৫ জুলাই সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ ভোর ৫টার দিকে তিনি মারা যান।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বলেছেন, তিনি করোনা উপসর্গে ভুগছিলেন। নমুনা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার আগেই মারা গেলেন ৪০ বছর বয়সী আনজু খাতুন। চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরের হিজলগাড়ির তমিজ উদ্দীনের ছেলে রহিদুল ইসলাম সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছিলেন। রাতে শ্বাসকষ্ট বাড়লে মধ্যরাতে তাকে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে।

ভোর ৬টার দিকে মারা যান ৪৫ বছর বয়সী রহিদুল। হাসপাতালের আরএমও বলেছেন তিনিও করোনা উপসর্গে ভুগছিলেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে হাসাতালে আনা হয়। ৫ ঘণ্টার মাথায় তিনি মারা যান। জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের গোলাম রসুলের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুনকে বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আনা হয়। ভর্তি করা হয় হলুদ জোনে। মধ্যরাতে মারা যান ৬০ বছর বয়সী মনোয়ারা বেগম।

তিনিও উপসর্গে ভুগছিলেন। নমুনা নিয়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাফনের নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আলমডাঙ্গা ওসমানপুরের সমশের ম-লের ছেলে আকবর আলী সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে শাসকষ্ট বাড়ে। তাকে মধ্যরাতে নেওয়া হয় সদর হাসপাতালে। সকাল পৌনে ৭টার দিকে মারা যান ৬৫ বছর বয়সী আকবর আলী।

দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের হাজারী ম-লে ছেলে জহিরুল ইসলামকে গত ৭ জুলাই সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। নমুনা নেয়া

হয়। হলুদ জোনে রেখেই চলছিলো চিকিৎসা। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে মারা যান ৭০ বছর বয়সী জহিরুল ইসলাম। হাসপাতালের আরএমও বলেছেন, তিনিও উপসর্গে ভুগছিলেন।

সদর উপজেলার মীর আব্দুল রাজ্জাকের ছেরে মীর আব্দুল হাই করোনা উপসর্গ নিয়ে ৮ জুলাই হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে মারা যান তিনি।

ভালো নেই কাঙালীনি সুফিয়া: প্রধানমন্ত্রীয় সহায়ত চান

এখন আর আমি হাটবার পারিনা সেরম, পায়ে বল পায়না, চলতে পারিনা, ওষুধপাতি নাই। হটাৎ বৃষ্টির পানিতে ঠান্ডা লেগেছে। কাশতে কাশতে মরে যায়। এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীত শিল্পী কাঙ্গালিনী সুফিয়া। কোনবা পথে নিতাইগঞ্জে যাই, পরাণের বান্ধব রে, বুড়ি হইলাম তোর কারণে, নারীর কাছে কেউ যায় না, আমার ভাঁটি গাঙের নাইয়া প্রভৃতি গানের জন্য তিনি বিখ্যাত।

তিনি বলেন, মাস শেষে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভাতা দশ হাজার টাকা ভাতা আর বছর শেষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ৩২ হাজার টাকার শিল্পী ভাতা। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর করোনার এই সময়ে মাসিক দশ হাজার টাকায় কি আর দিন যায়? তাছাড়াও অনেক দিন ধরে এসব ভাতা পায়নি বলেও জানান তিনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এখন আমি মরে যাচ্ছি, আমার দেহ কি অবস্থায় আছে তার কোন খোঁজ নেও না কেহই। প্রধানমন্ত্রী আমার দিকে একটু খেয়াল রাখুক আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া শহরের এরশাদ নগর আশ্রয়ন প্রকল্প এলাকায় তার আবাসনে গিয়ে দেখা যায়, বিছানাগত হয়ে দিন দিন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন কাঙ্গালিনী সুফিয়া। রোগ শোকে আক্রান্ত হয়ে জীবনের সাথে লড়াই করছেন তিনি। অর্থের অভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন ওষুধ কিনতে। নিয়মিত ওষুধ খেলে কিছুটা সুস্থ্য থাকেন তিনি। সরকার থেকে যে অনুদান পান

তা দিয়ে কিছুই হচ্ছে না তার। ঘরের চালা দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়ে গানের গলা হারিয়ে গেছে তার। চলতেই যদি না পারি তাহলে আর গান গাইবো কিভাবে যোগ করেন তিনি। বর্তমানে এই শিল্পী একটি টিনশেড ঘরে কাঙালিনী মেয়ে পুষ্প ও নাতনিদের নিয়ে থাকছেন।

কাঙালিনী মেয়ে পুষ্প জানান, আমার মা খুব একটা ভালো নেই। টাকার অভাবে মার ওষুধ কিনতে পারিনি। ঘরের মধ্যে বৃষ্টির পানি পড়ে। আমাদের হাতে টাকা পয়শা নেই। করোনার এ এক দেড় বছরে কোন গানবাজনার আয়োজন নেই। টাকাও নেই। বিপদের মধ্যে আছি আমরা। মায়ের শরীর সুস্থ্য থাকলে গান গাইতে পারে। বেঁচে থাকতে যদি খাইতে না পারি, তাহলে মরে গেলে দেখার লোকের দরকার নেই শাহ আবদুল করিমের মতো। পুষ্প আরও বলেন, আমার মায়ের সঙ্গী স্যাকম। সেও সবসময় ছায়া হয়ে েমোয় সাথে থাকতেন। সেও ৭-৮ মাস হলো মারা গেছে। সঙ্গী না থাকায় বিমুর্ষ হয়ে পড়েছে আমার মা। করোনার কারনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) দেখা করে না বলেও জানান কাঙ্গালীনি সুফিয়ার মেয়ে পুষ্প।

কাঙ্গালিনী সুফিয়া ১৯৬১ সালে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার রামদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল টুনি হালদার। বাবার নাম খোকন হালদার ও মা টুলু হালদার। সঙ্গীত জীবনে গ্রাম্য একটি গানের অনুষ্ঠানে ১৪ বছর বয়সে তিনি তার সঙ্গীত জীবন শুরু করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সুধির হালদার নামের একজন বাউলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, যদিও সে বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। ওস্তাদ হালিম বয়াতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ১৯৭৮ সালে।

সে সময় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুফিয়া খাতুন নাম ধারণ করেন। সুফিয়ার মোট রচিত গানের সংখ্যা প্রায় ৫০০। তিনি রাজ সিংহাসন চলচ্চিত্রে প্রথম কণ্ঠ দেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, ভারতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক ডিজি মুস্তাফা মনোয়ার তাকে কাঙ্গালিনী উপাধি প্রদান করেন। তারপর থেকে তিনি সুফিয়া খাতুন থেকে দেশব্যাপী কাঙ্গালিনী সুফিয়া নামে পরিচিত হন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা বলেন, কাঙ্গালিনী সুফিয়া একজন দেশের সম্পদ। তিনি একজন অনেক বয়স্ক মানুষ। তাকে মাঝে মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

তবে অসুস্থতার কথা তার জানা নেই, খোঁজ খবর নিয়ে তাকে ওষুধ কেনাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম খোঁজ খবর নিয়ে সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন।